Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, সোমবার, ২০ মাঘ, ১৪২৫

নিরুপম সেন-এর স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দ

বিকল্পের দাবি তুলে ধরতে হবে মানুষকে কাছে টেনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে যারা দেশের গণতন্ত্রকে প্রতিদিন ধ্বংস করছে তাদের নেত্রী কোন মুখে দেশ বাঁচানোর কথা বলেন? সিপিআই(এম)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি আয়োজিত নিরুপম সেনের স্মরণসভায় বললেন দলের পলিট ব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত। তিনি নিরুপম সেনের সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা বলেন। সভায় দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র বলেন, সারা দেশে বিজেপি হটাও লক্ষ্য নিয়ে আমরা বিজেপি-বিরোধীদের একজোট করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এখানে বিজেপি ও তৃণমূল যে 'টু-ইন-ওয়ান' তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে গত ৮-৯ জানুয়ারির সাধারণ ধর্মঘটে। তিনি বর্ধমানের গৌরবজনক ধারার মধ্য দিয়ে উঠে এসে নিরুপম সেন কীভাবে সিপিআই(এম) দলকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের জনভিত্তি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র পরাজয়ের পরে বিজেপি'র পক্ষে যে চোরাস্রোত ছিল তাও থমকে গিয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যের রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বামপন্থীদেরই তা ভরাট করতে হবে। শাসক দল এখন মানুষকে ভয় পাচ্ছে। নিরুপম সেনের অবদান থেকে শিক্ষা নিয়ে বিকল্পের দাবি আমাদের তুলে ধরতে হবে মানুষকে কাছে টেনে।

প্রকাশ কারাত বলেন, নিরুপম সেন-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ১৯৭৪ সালের এস.এফ.আই. দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে। তখন তিনি 'হরিদাস ব্যানার্জী'র নামে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও তীক্ষ্ণতা আমাকে আপ্লুত করেছিল। তিনি পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ছিল আকর্ষণীয়। জরুরি অবস্থার সময় দিল্লিতে বহুবার সাথে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। তিনি খুব সহজভাবে মানুষের

—এরপর চারের পাতায়

৩ ফেব্রুয়ারি ছিল ব্রিগেডমুখী বর্ধমান

ঋণের চাপে আত্মঘাতী কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালা : ১ ফেব্রুয়ারি : কৃষি ঋণের চাপে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক সম্ভ্রান্ত কৃষক। মৃত কালীপদ দাস (৮০) বাড়ি কালনা থানার বাঘনাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামে। তিনি গভীর রাত্রে নিজের ঘর থেকে উঠে রান্নার ঘরে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়েন। রাত্রি দুটো নাগাদ সেখান থেকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আজ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

মৃতের পুত্র সুজল দাস জানান, গত বছরে বাবা নিজের দায়িত্বে ১৪ বিঘা জমিতে আলু চাষ করে চরম লোকসানের মধ্যে পড়েছিলেন। বাজারে আড়াই লক্ষ টাকা বকেয়া দেনা থেকে যায়। বাবা এ বছর আর চাষ করতে চাননি। আমিই এবছর নিজে দায়িত্ব নিয়ে ১০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করি। বাবার বকেয়া ঋণ থাকা সত্ত্বেও আমি এল.আই.সি ও স্থানীয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে আরোও কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিই এবছরে চাষ করার জন্য। এছাড়া স্থানীয় কয়েকজন মহাজনও টাকা পাবেন। আলু উঠতে শুরু করায় মহাজনদের তাগাদা বাড়ছিল। কিন্তু আলুর দাম না থাকায় উৎপাদন খরট ওঠা তো দুরস্ত, আলু তুলে বাজারে নিয়ে যাওয়ার খরচই উঠছে না। এই অবস্থা দেখে বাবা বেশ মুষড়ে পড়েন। যে জীবনে কোনোদিন কারো কু-কথা শোনেননি। আলু চাষ করতে গিয়ে ঋণে পড়ে সেটাই শোনার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাবার। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতেই তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। এদিনকার এই মৃত্যু নিয়ে পরিসংখ্যান অনুযায়ী পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকে এ রাজ্যে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা ১৯২ জন। সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের কৃষক আত্মঘাতী নিয়ে ব্যাখ্যা হল—বিগত সাড়ে সাত বছরে এ রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ছে। কৃষির বর্তমান পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে—লাভ দূরে থাক, চাষের উৎপাদন খরচটুকুই উঠছে না। সার, বীজ, কীটনাশক সহ সমস্ত কৃষি উপকরণ কৃষককে চড়া দামে কিনতে হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষিতে সামান্য ভর্তুকি দিতেও আর সরকার রাজি নয়। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন— কৃষকের আয় নাকি তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ কৃষকরা ফসলের নায্য দাম পাচ্ছেন না বলেই আজ তাঁদের আত্মহনের পথ বেছে নিতে হচ্ছে।

বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে 'রক্ষা করো ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৩০ জানুয়ারি : সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের আহ্বানে "'সবার দেশ আমাদের দেশ' কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বে 'প্রশ্ন করো কিভাবে?' ও রক্ষা করো ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি" শিরোনামে গত ২৩-৩১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্ধমান শহরে, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে বর্ধমানের কার্জন গেটে গত ৩০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসাবে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। এই সভার মূল বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল ও সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আশুতোষ পাল। বিজ্ঞান কংগ্রেসে অপবিজ্ঞানের প্রচার, পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারতের কল্পকাহিনিকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার বিরুদ্ধে বক্তারা প্রতিবাদ জানান ও সকলকে এই ধরনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সামিল হয়ে বিজ্ঞান গবেষণার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ও দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে রক্ষা করার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, রাষ্ট্র পরিচালকরা সংবিধানের ৫১-১-৮ নং ধারাকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।

এস আর দাসের স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রূপনারায়ণপুর, ৩০ জানুয়ারি : শ্রমিক নেতা ও কমিউনিস্ট এস আর দাসের স্মরণসভা রূপনারায়ণপুরে দলের সালানপুর এরিয়া কমিটির দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জনের রেল কারখানার শ্রমিকদের দুর্দশা ঘোচানোর জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার সংগ্রাম, পাশাপাশি সালানপুর অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সহজ সরল অনাড়ম্বর ব্যক্তিগত জীবন আচারণের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে আদর্শ কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। স্মরণ সভায় শোক প্রস্তাব পেশ করেন সালানপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অশোক ব্যানার্জি। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি, বংশগোপাল চৌধুরি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নেতা নির্মল মুখার্জি।

শ্রমিক নেতা সুখেন সরকারকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি, দুর্গাপুর : সুখেন সরকারকে স্মরণ করলেন দুর্গাপুরের মানুষ। সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয় গ্যামন ব্রিজ সংলগ্ন মেলা ময়দানে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মহানাগরিক রথীন রায়। শোক প্রস্তাবও উত্থাপন করেন তিনি। প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। সভায় প্রয়াত সুখেন সরকার-এর স্ত্রী নিবেদিতা সরকার ও পুত্র সন্দীপন সরকার সহ পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সমবায়ের ধান কেনার দুর্নীতিতে পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ জানুয়ারি : নাদনঘাটের কৃষকদের পাঠানো ধান কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর। এই দপ্তরের সেকশন অফিসার মুকুল দীক্ষিত রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবকে একটি চিঠি দিয়ে জানান, এই অভিযোগের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তা অভিযোগকারীদের চিঠি মারফত জানাতে হবে। পাশাপাশি সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে আপলোড করতে হবে।

উল্লেখ্য, সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনায় নদানঘাট সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এ চরম দুর্নীতি হয়েছে। কৃষকদের ধান না কিনে রাইস মিল থেকে ধান কিনে সরকারকে সরবরাহ করেছে। সহস্রাধিক কৃষকের স্বাক্ষরিত এই অভিযোগপত্র বিগত ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাঠানো হয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। পাশাপাশি কৃষকরা কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে মহকুমা শাসককেও লিখিত অভিযোগও জানান। তার কপি পাঠানো হয় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে। এই ঘটনার পর থেকে থাকেনি অভিযুক্ত পক্ষও। তারা পাল্টা ২৭ জন কৃষকের স্বাক্ষর-সম্বলিত অভিযোগপত্র কালনা মহকুমা শাসকের নিকট জমা দেন। শাসকদলের প্রভাবশালী নেতা রাজকুমার পাণ্ডে হলেন অভিযুক্ত নাদনঘাট সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এর কর্ণধার। তিনি কালনা আদালতে পাঁচ জন কৃষকের নামে সি-আর কেস ফাইল করেন। রাজকুমারবাবুর দাবি—তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই তাঁর সমবায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। ধান কেনা হয় অন্য জায়গার কৃষকদের থেকে। যা বেনফেডের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে। রাজকুমারবাবুর এই দাবি নস্যাৎ করে দেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, কোনো সমবায় এলাকার বাইরে গিয়ে ধান কিনতে পারে না। পাশাপাশি রাজকুমারবাবু যে-সব কৃষকদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন, সেই পিন্টু মণ্ডল, নুরমহম্মদ মণ্ডল, পলি সেখ, গিরি সাহানা, ইসমাইল সেখরা প্রশ্ন তোলেন—আমাদের মতো কৃষকদের নিয়ে এই সমবায় গঠন করা হলেও কেন তাদের ধান কেনা হলো না? এর পিছনে রহস্য কী?

নিরুপম সেন স্মরণে
'নতুন চিঠি'-র
স্মারক সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ফেব্রুয়ারি-তে

লিখছেন—

সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, বিমান বসু, বৃন্দা কারাত, সূর্যকান্ত মিশ্র, প্রফেসর রামচন্দ্রন, মদন ঘোষ, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, চন্দ্রাবলী সেন, রথীন রায়, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, দেবপ্রসাদ মুখার্জী ও প্রয়াত নিরুপম সেন-এর সহকর্মী-সহমর্মীরা।

নতুন চিঠি

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

মাদারিকা খেল

কেন্দ্র বড়ো না রাজ্য বড়ো! সারকারিয়া কমিশনের প্রস্তাব বা আলোচনা নয়, এ হল দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান-

আয় একবার আমাদের পাড়ায়!

তুই আয়!

না আমি কেন যাব!

তুই আয়!

কলতলার যুদ্ধে পরিণত হয়েছে দেশের একদা সাংস্কৃতিক রাজধানী খাস কলকাতা। স্পর্ধার প্লাবনে লাল রঙে রাজধানী ভাসতেই এদিন দিনের শেষে অন্ধকারে চকমকি পাথর ঠোকাঠুকিতে রাজ্য জুড়ে অশান্তির আগুন ছড়াবার উপক্রম করলেন রাজ্যে শাসক তৃণমূল দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কান টানলে মাথা তো আসবেই। সেজন্যই কি রাজীব কুমারের দিকে সিবিআই এগোতেই সরকার এবং প্রশাসন নেমে পড়েছে রাস্তায়? প্রশ্ন জনতার ব্রিগেড ফেরত মানুষের মুখে।

মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন একাধিক সাংসদ। নোটিশ শুধু নয়, খোদ কালীঘাটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চার দশকের সচিবের বাড়িতেও তল্লাশি চলেছে। কিন্তু সামান্য এক পুলিশ-কর্তার উপরে সিবিআই হানায় এত উদ্বিগ্ন কেন রাজ্য শাসকদলের মুখ্যমন্ত্রী?

'জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ', 'সংবিধান আক্রান্ত' বলে মেট্রো চ্যানেলে তিনি ধর্ণায় বসলেন?

যদিও সিবিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন তলানিতে। অন্তর্বর্তী প্রধান সিবিআই পরিচালনায় বসে আছেন। এরকম নজিরবিহীন ঘটনা আগে কোনোও দিন ঘটেছে বলে জানা নেই। সিবিআই'র উপর মোদী সরকারের হস্তক্ষেপ এখন মানুষের মনে জলভাত হয়ে গিয়েছে। তাই ক্যামেরার সামনে হাত পেতে ঘুষ নেওয়ার পরেও সেই দৃশ্য সঠিক কিনা তা মেনে নিতে সিবিআইয়ের এত সময় লেগেছে। যেখানে তদন্তকারী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাই বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে সেখানে সেই তদন্তে অভিযুক্তদের অপরাধ জনমানসে অনেকটাই লঘু হয়ে যায়। বিজেপি যে শেষযুদ্ধ জয়ের জন্য কোনো রকম আত্মসন্তুষ্টি বজায় রাখতে নারাজ এ ঘটনা তাও প্রমাণ করে। বিজেপি এবং তৃণমূল—দুটি দলের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সিবিআই তৎপরতা দেখাচ্ছে কিনা সেটাও মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছে।

একদা বিরোধী নেত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে এই সিবিআইকেই হাতিয়ার করে একদিন তিনি উঠে এসেছেন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে। আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ডিজিপিসহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে পুলিশ কমিশনারের বড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে আছেন বলতে। এসব অবশ্য তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নয়। গুণ্ডা কন্ট্রোল, থানা থেকে অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে আনা এসব অনেক কাজই তিনি করেছেন, ভবিষ্যতে হয়তো আরো করবেন। এখন দেখা যাক মেট্রো চ্যানেলের মাদারিকা খেল কোথায় পৌঁছোয়!

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাকাসবাদী)র পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নিরুপম সেন কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর কবে মৃত্যু হয়? তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী?

২. নিরুপম সেন কত সালে ছাত্র-রাজনীতিতে আসেন? তখন তিনি কোথায় পড়াশোনা করতেন? কত সালে ছাত্র ফেডারেশনের জেলা সম্পাদক হন?

৩. নিরুপম সেন কত সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন? কে কে প্রস্তাবক ও সমর্থক ছিলেন?

৪. নিরুপম সেন কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন?

৫. নিরুপম সেন কত সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)-র সর্বক্ষণের কর্মী হন? তখন পার্টির জেলা সম্পাদক কে ছিলেন?

৬. নিরুপম সেন কত সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)-র বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন? কোথায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

৭. নিরুপম সেন কত সালে সিপিআই(এম) দলের বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন?

৮. নিরুপম সেন কত সালে সিপিআই(এম) দলের বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক হন? তার আগে কে সম্পাদক ছিলেন? কত সাল পর্যন্ত জেলা সম্পাদক ছিলেন?

৯. নিরুপম সেন কত সালে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন? কোন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে?

১০. নিরুপম সেন কত সালে সিপিআই(এম) দলের পশ্চিবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন? কত সালে সিপিআই(এম) দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কত সালে পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন।

১১. নিরুপম সেন কত সালে পঃবঃ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী হন? কত সাল পর্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন?

১২. নিরুপম সেন কত সালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে গুরুতর অসুস্থ হন? তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির নাম কী কী?

(উত্তর শেষের পাতায়)

চিচিং ফাঁক-১১

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন পুঁজিবাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে পৌঁছে গেল, সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের ফলে। সুতরাং পুঁজি তার লগ্নির মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে ভারতের মতো একটি বিপুল জনসংখ্যার দেশকে বেছে নিল, তার বিশাল জনসংখ্যার বাজারকে ব্যবহার করে পুঁজির বিকাশের লোভে। শুরু সেই ১৯৯১ থেকেই। একদিকে বিশ্বব্যাপী পুঁজির বিকাশের মন্দা চলছে আর ক্রমাগত মার্কিন পুঁজি সাঁড়াশির মতো ভারতের বাজারে অনুপ্রবেশ করে তাকে পিষে ফেলতে চাইছে। তারা নিয়ম-কানুন রচনা করে, কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই বাজারি আইন মানতে বাধ্য করছে।

ইতিহাস যাঁরা অনুধাবন করে থাকেন, তাঁরা জানেন, মার্কিন পুঁজির চাপ উত্তুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছায় ইউ পি এ-২ সরকারের সময়ে। কিন্তু ভারতের ধস পৃথিবীব্যাপী মন্দার মুখেও আটকে গেল। কেন? গণপ্রতিরোধের নেতৃত্বে বামপন্থীদের লড়াই।

সুতরাং কর্পোরেট জগৎ খুঁজতে শুরু করল আরও আগ্রাসী কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ইউপি.এ-২ সরকার আটকে গিয়েছিল বামপন্থীদের গণপ্রতিরোধের পাঁচিলে। সুতরাং চূড়ান্ত আগ্রাসী নেতৃত্ব চাই। যার রক্তে থাকবে দাঙ্গা, গণহত্যার বীজ। চাই বুলডোজার, চাই নির্মম লুঠ। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন গুঁড়িয়ে ভারতের সম্পদ নির্মমভাবে লুঠতে হবে। ধীরে ধীরে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নেমে এল নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চয়তা। ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধারকল্পে বিপত্তারণ মূর্তি রচনা করা হল মানুষের রক্তে হাত রাঙানো এক নবরূপী ইন্দ্রের। 'ভালো দিন' আসছে। প্রচারের ঝমঝম শব্দে রথ চালিয়ে সংসদে পৌঁছে গেলেন মোদি। সংসদমন্দিরের দরজায় কপট সাষ্টাঙ্গে অভিভূত ধর্মভীরু আপামর ভারতবাসী।

াঁদের উদাহরণ, যাদের সাবধানবাণী উচ্চারিত হচ্ছে, —যাঁরা বলছেন এসব কপটতা-ছলনায় ভুললে দেশ বিশাল সর্বনাশের কিনারায় পৌঁছবে, তাঁদের ওপর নানাভাবে চরিত্রহনন প্রক্রিয়া শুরু হল। বাদ গেলেন না নেহরু, বাদ গেলেন না অমর্ত্য সেন, বাদ গেল না কমিউনিস্ট পার্টি। পাঠক মনে রাখবেন সাম্প্রতিক কালে কেরলে ঐতিহাসিক বিধ্বংসী বন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী ভূমিকা। সাহায্য অপ্রতুল, অন্যদের থেকে সাহায্য গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবাংলার সরকারের সক্রিয় কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, সেখানকার কমিউনিস্ট সরকার তার নিজের কোমরের জোরে, জনগণের সক্রিয় পূনর্নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণে, সমস্যা অতিক্রম করে আবার ধীরে ধীরে 'ঈশ্বরের আপন দেশ'-এ পরিণত হচ্ছে।

ভারতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যে জানা যাচ্ছে যে মাত্র এক শতাংশ ওপরতলার লোকের হাতে তিয়াত্তর শতাংশ ভারতীয় সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে। এই এক শতাংশ ওপরতলার লোক কারা? ভারতীয় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি, রাজনীতির কারবারি ও তাদের দোস্ত সম্প্রদায়, ব্যাংকিং ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত ঘুনপোকার দল, আর ভারতীয় জনতাকে ঠকিয়ে বিদেশে পলায়িত পুঁজিপতির দল।

২০১৩ সালের পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখতে পাই, তখন মোট ২৩০ জন ভারতীয় বিলিয়নেয়ার ছিল। ২০১৪ থেকে মোদির সরকারের রাজত্বে সে সংখ্যা ৮৩১-এ দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ নতুন ৬০১ জন বিলিয়নেয়ার হয়েছে। আবার দেশে বেকারত্বের হার ২০১৮ সালে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিগত কুড়ি বছরের সর্বোচ্চ। মানুষ কী দেখছে? প্রথমত, এই সরকারটা আম্বানি, আদানি, মালিয়ার, কিন্তু জনগণের নয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের টাকা যাতে বড়োলোকেরা লুঠ করতে পারে তাতে সাহায্য করতে এই সরকার একপায়ে খাড়া, কিন্তু গরিব, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রামে ন্যূনতম সহায়তার প্রশ্নে এই সরকার চূড়ান্ত অমানবিক। স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ ছিল, উৎপাদন-খরচের দেড়গুণ হোক কৃষিপণ্য ক্রয়মূল্য। হয়নি। কৃষিঋণ মকুব হোক্। হয়নি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

হিন্দুরাষ্ট্র কিম্বা রামমন্দির বারবার দেখিয়েও জনসমর্থন একচেটিয়া নিজেদের অনুকূলে আনতে ব্যর্থ বর্তমান জনবিদ্বেষী, জনবিরোধী সরকার। সুতরাং মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। এক মিথ্যাকে ঢাকতে আরেক মিথ্যা, সেটিকে ঢাকতে আরেক। অথচ মাংসহীন, হাড়-চামড়া সর্বস্ব অর্থনীতি ঢাকা যাচ্ছে না। রিলায়েন্স পাওয়ার, আর কম প্রভৃতি কোম্পানির মাধ্যমে মানুষের টাকা চিচিং ফাঁক করে দেওয়া অনিল আম্বানিকে রাফায়েল যুদ্ধ বিমান বরাত থেকে ৩০, ০০০ কোটি টাকা, দুর্নীতি করে, পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। মেহুল চোকসি, নীরব মোদি ১৩,০০০ কোটি টাকা চিচিং ফাঁক করেছেন। বিজয় মালিয়া ৯০০০ কোটি। মোদি জানেন না!

মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য দুরাত্মার ছলের অভাব হচ্ছে না। কাজেই পাকিস্তানকে ভারতের শত্রু এবং একমাত্র সমস্যা সাজানো হচ্ছে। 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' লোকদেখানো শৌর্যবীর্যের সার্কাস, এতে অর্থনীতির মরাগাঙে জোয়ার আসে না, আসেওনি। গোরক্ষার নামে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাকে প্রশ্রয় দিলেই, মহেশের মুখে চারটি খড়-কুটো জোটে না, তার জন্য গফুর জোলার পরিবারে ফেন-ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে সরকার, যা তারা এতদিনেও করেনি।

ক্রমশ প্রতীয়মান হচ্ছে যে মোদি নাকি স্কুলের মিড-ডে-মিল বরাদ্দ থেকে পি.এইচ.ডি স্টাইপেন্ড—সর্বক্ষেত্রে ইন্দ্রজালের মাধ্যমে টাকা ফলিয়েছেন এবং কামিয়েছেন। এ টাকাও জনগণের এবং যদি না এখনও দেশের বাইরে গিয়ে থাকে, ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বোতাম টিপে তা যে-কোনও দিন চিচিং ফাঁক হয়ে চলে যাবে কোনও অচিন দেশে।

স্কুলশিক্ষা

নিত্যানন্দের কড়চা (১১)

উপাচার্য হতে ইচ্ছুক প্রার্থীর অভাব এখন আমাদের রাজ্যে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এত কলরব যে সে সব মাথায় নিয়ে কোনো শিক্ষাবিদ আর এই পরিবেশে শিক্ষায়তনে কাজ করতে চাইছেন না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের কথা আলোচনা না করেও বলা যায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি ও পরীক্ষাব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে দিন দিন সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষ আকর্ষণ হারাচ্ছেন। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছে অভিভাবক এবং পড়ুয়ারা। শিক্ষা বেসরকারিকরণ এরাজ্যে ক্রমশ পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হচ্ছে। ফলে সরকারি স্কুল ছেড়ে পড়ুয়ার দল দলে দলে বেসরকারি স্কুলে চলে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের এই প্রবণতার কথা স্বীকার করছে রাজ্য সরকারও। উচ্চ-প্রাথমিকে অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বিগত এক বছরে ৭ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী কমেছে পশ্চিমবঙ্গের শুধুমাত্র দুটি জেলাতেই। আর ছাত্রছাত্রীদের এই কমে যাওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে আদিবাসী, তফসিলি জাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং সাধারণ পরিবারগুলির মধ্যে।

সম্প্রতি রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরে জমা পড়া সর্বশিক্ষা মিশনের রিপোর্টে এই প্রবণতা বিশদভাবে তথ্য পরিসংখ্যানসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের বক্তব্য— উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিকের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এই পর্যায়ে স্কুলছুটের সংখ্যাটি সর্বাধিক। পরিস্থিতি কতটা আশঙ্কাজনক তা উত্তর দিনাজপুর ও মালদহ জেলার উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। সর্বশিক্ষা মিশনের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে উত্তর-দিনাজপুর জেলার কোথাও কোথাও উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলছুটের হার ১৬ শতাংশেরও বেশি হয়েছে। মালদহ জেলায় এমন এলাকা পাওয়া গিয়েছে যেখানে স্কুল ছেড়েছে ৩ শতাংশেরও বেশি পড়ুয়া। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে এ দুটি জেলায় পড়ুয়া ভর্তি সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৬৬ জন। পরের বছর ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া ভর্তির সংখ্যা ৫৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৪ জন। তফাত ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭০২ জন।

ছাত্রছাত্রী কমে যাওয়ার কারণ খোঁজার চেষ্টায় সর্বশিক্ষা মিশনের ওই রিপোর্টে কিছু মন্তব্যও করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সমীক্ষা করার সময়ে দেখা গিয়েছে, কাজের খোঁজে অর্থাৎ স্রেফ পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে যেতে হয়েছে যে-সব পরিবারগুলিকে, প্রধানত সেই সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই স্কুলছুটের সংখ্যাটা বেশি। গড়ে ওঠা বড় শহরে নানা কাজের সন্ধান পাওয়ায় এই পরিবারগুলি সেখানে চলে যায়। এছাড়া শিক্ষা মহলের এক অংশের জোরালো ধারণা রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়মিত না হওয়ার কারণে সরকারি স্কুলগুলিতে অপ্রতুল শিক্ষক সংখ্যাও এর অন্যতম প্রধান কারণ। স্বচ্ছল পরিবারগুলির অভিভাবকেরা সরকারি স্কুলগুলির উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না।

সারণী চিত্র:

শিক্ষাবর্ষ	শ্রেণি পড়ুয়া	ভর্তি সংখ্যা	এক বছরে কমেছে
২০১৫-১৬	তফসিলি	১৭,৬৬,২৯৮	
২০১৬-১৭	তফসিলি	১৫,৫৬,৩৩৩	২০,৯,৯৬৫
২০১৫-১৬	আদিবাসী	৪,১৭,৩০২	
২০১৬-১৭	আদিবাসী	৩,৬৯,৯১৪	৪,৭,৩৮৮
২০১৫-১৬	অনগ্রসর	১০,৫৭,৭৯৭	
২০১৬-১৭	অনগ্রসর	৯৬,০৬৪	৯,৬১,৭৩৩
২০১৫-১৬	সংখ্যালঘ	২০,৪৮,৭২৭	
২০১৬-১৭	সংখ্যালঘু	১৮,১৯,৬০৩	২,২৯,১২৪
২০১৫-১৬	মোট ভর্তি	৫২,৯০,১২৪	
২০১৬-১৭	মোট ভর্তি	৩৮,৪১,৯১৪	১৪,৪৮,২১০

গত অক্টোবরে প্রকাশিত সর্বশিক্ষা মিশনের রিপোর্টে ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ সালের তথ্যও পর্যালোচনা করা

—এরপর চারের পাতায়

দারুচিনি (Cinnamon)

রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দারুচিনি (Cinnamon) একটি অতি পরিচিত সুগন্ধী মশলা। বিভিন্ন রান্নায়, বেকারি শিল্পে, মিষ্টান্নে এর ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালেও ইজিপ্টে এর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই প্রকারের দারুচিনি মূলত চীন দেশ থেকে আনা হতো। চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতের মালাবার অঞ্চল, মায়ানমার, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় দারুচিনি পাওয়া যায়। প্রকারভেদ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে শ্রীলঙ্কায় প্রাপ্ত দারুচিনিই সর্বপেক্ষা ভালো।

বিজ্ঞানসম্মত নাম :

বিভিন্ন প্রজাতির দারুচিনি বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়—

- ☐ Cinnamomum Cassia (চীন দেশের দারুচিনি) সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয়।
- ☐ Cinnamomum burmannii (ইন্দোনেশিয়ার দারুচিনি)
- ☐ Cinnamomum Louveiroi (ভিয়েতনামের দারুচিনি)
- ☐ Cinnamomum Verum (শ্রীলঙ্কার দারুচিনি) সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিক ভেষজ গুণসম্পন্ন।
- ☐ Cinnamomum Citriodorum (মালাবার বা ভারতীয় প্রজাতির দারুচিনি)

Family (ফ্যামিলি) : Lauraceal

দারুচিনির রাসায়নিক উপাদান :

পুষ্টিমূল্য প্রতি ১০০ গ্রাম

শক্তি—	247 KJ (59 K cal)
কার্বোহাইড্রেট—	80.69
ডায়েটারী ফাইবার—	53.1gm
ফ্যাট—	1.29
প্রোটিন—	49

ভিটামিন

A–	15 mg
B1–	0.02 mg
B2–	0.04 mg
B6–	0.16 mg
Folate B9	6 mg
Vitamin-C	3.8 mg
Vitamin-E	2.3 mg
Vitamin K	31.2 mg

খনিজ লবণ

ক্যালসিয়াম—	1002 mg
আয়রণ—	8.3 mg
ম্যাগনেশিয়াম—	60 mg
ফসফরাস—	64 mg
পটাসিয়াম—	431 mg
সোডিয়াম—	10 mg
জিঙ্ক—	1.8 mg
জল—	10.6 mg

(উৎস— USDA–Nutrient data base)

ব্যবহার :

ভেষজ হিসাবে ব্যবহার :

১) কণ্ঠস্বরের বিকৃতি : ১ গ্রাম দারুচিনি

গাছের প্রকৃতি :

মাঝারি আকারের গাছ অনেকটা গোলাপজামের গাছের মতো দেখতে। ঝোপঝাড় যুক্ত অর্থাৎ Bushy tree পাতাগুলি কচি অবস্থায় চকচকে গোলাপী, পরে ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করে। গাছের ছালের বর্ণ ধূসর, ছাল বেশি পুরু হয় না। কাঠের রং ফিকে লাল বর্ণের। গাছের ফল বেরী জাতীয়।

মশলা উৎপাদন পদ্ধতি :

দু বছরের গাছের কাণ্ড ভূমি সংলগ্ন অংশ থেকে কেটে ফেলা হয়। পরের বছর ওই অংশ থেকে প্রচুর ডালপালা উৎপাদিত হয়। ওই শাখাগুলিকে কেটে গাছের ডালের উপরে পাতলা অংশ বাদ দিয়ে শাখা গুলিকে পিটিয়ে ছালের পরের অংশকে খুলে নেওয়া হয়—ভেতরের ০.৫ এম.এম ছাল শুধুমাত্র দারুচিনি তৈরির জন্য কাজে লাগে। এই ছাল প্রাকৃতিকভাবে শুকিয়ে নিলে সংকুচিত গোল গোল ধরনের ছাল দারুচিনির জন্য সংগৃহীত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য শুষ্ক অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়।

দারুচিনি গাছের ক্ষতিকর পোকা :

দারুচিনি গাছে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ ঘটে। এর মধ্যে Colletotrichum gloeosporioides, Diplodia Spp. এবং Phytophthora cinnamomi (Strip Canker) গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে।

চূর্ণ ঈষৎ গরম এককাপ জলে ফুটিয়ে ওই ক্বাথ অল্প অল্প করে খেলে কণ্ঠস্বর ঠিক হয়ে যায়।

২) গলক্ষতে : গলার ক্ষতে ১ গ্রাম দারুচিনিচূর্ণ এক কাপ গরম জলে রাত্রিতে ভিজিয়ে রেখে কয়েকদিন সকালে খেয়ে নিলে গলার ক্ষত সেরে যায়।

৩) মাথার যন্ত্রণায় দারুচিনি মিহি গুঁড়ো নস্য হিসাবে ব্যবহারের বিধি আছে।

৪) চর্মরোগে—দাদ ও একজিমা রোগে দুধের সর অথবা রেড়ির তেলের সঙ্গে দারুচিনি বেটে পেস্ট তৈরি করে লাগালে রোগের প্রকোপ কমে।

৫) ডায়াবেটিস রোগে দারুচিনি চূর্ণের ব্যবহারে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে।

৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে দারুচিনির ব্যবহার দেখা যায়।

৭) এছাড়া ক্রিমির প্রকোপ কমাতে, অর্শ রোগে, প্রভৃতি একাধিক রোগে দারুচিনির লোকায়ত ব্যবহার দেখা যায়।

রন্ধন ও সুগন্ধিরূপে ব্যবহার :

গরম মশলার এক প্রধান উপাদান হল দারুচিনি। বাঙালি রান্নায় বিরিয়ানি মশলায় দারুচিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া কেক্ পেস্ট্রিতে ও বেকারীর বিভিন্ন পণ্যতে দারুচিনির ব্যবহার দেখা যায়।

তথ্যসূত্র :

১) চিরঞ্জীব বনৌষধি : আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩

২) wikipedia

স্বাস্থ্য-আন্দোলন ও নিরুপম সেন

ডা. গীষ্পতি চক্রবর্তী

নিরুপম সেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ছাত্রাবস্থায়। ১৯৭৮ সালের সারা রাজ্যব্যাপী ভয়াবহ বন্যায় ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ত্রাণের কাজে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ কলেজ, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ চলে এসেছিল এক ছাতার নীচে। সবাই তখন ত্রাণকর্মী। বর্ধমানের স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে আমাদের হস্টেলের ছেলেরা, যারা বেশিরভাগ বর্ধমানের বাইরের ছেলে, মিশে গেছে বন্যাত্রাণকে কেন্দ্র করে। তাদের অনেকের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে অনেকের। সেইসব বন্ধুদের সঙ্গে কোনো এক সময়ে নানা আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে শুনেছিলাম নিরুপম সেনের নাম। বর্ধমান জেলার ছাত্র-আন্দোলনে ওনার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিমধ্যে বাবুরবাগে গড়ে উঠেছে শহিদ শিবশঙ্কর সেবাসমিতি। সেবাসমিতির নানা কাজের মধ্যে ধীরে ধীরে আমরা তখন যুক্ত হচ্ছি। মূলত চিকিৎসা পরিষেবাকে কেন্দ্র করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অনেক শিক্ষক, ছাত্র, নার্স, অন্য অনেক স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা জড়ো হচ্ছিল সেবসমিতির এক ছাদের নীচে। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজনীয়তা আলোচনায় উঠে আসছিল। এইসব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতেন নিরুপম সেন। আমরা বলতাম, নিরুপমদা।

স্বাস্থ্য-পরিষেবার অর্থনৈতিক দিক, সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা কীভাবে বাড়ানো সম্ভব, কীভাবে সর্বস্তরের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যপরিষেবাকে ঢেলে সাজানো উচিত, কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সদ্য পাশ করা ডাক্তারেরা মানুষের মধ্যে কাজ করবে, সেসম্পর্কে উনি আমাদের সচেতন হতে বলতেন। ওনার বলার ভঙ্গি ছিল সহজ, সরল। এভাবেই নানা কথার মধ্যে দিয়ে একদিন স্বাস্থ্যমেলার কথা উনি বললেন। খুব অনাড়ম্বরভাবে আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, এরকম কিছু করা যায় কিনা। আমাদের কলেজের ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাস্থ্যমেলার কাজে।

সেটা ১৯৭৯ বা ১৯৮০ সাল। স্বাস্থ্যমেলাকে কেন্দ্র করে মেডিকেল কলেজে সাজো সাজো রব। নিরুপম সেন আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্যমেলা কী ও কেন স্বাস্থ্যমেলার উদ্যোগ নেওয়া হল তা বুঝিয়ে বললেন। সেই কথা খুব দাগ কেটেছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মনে। বহু ছেলে-মেয়ে, যারা প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে খুব একটা নড়াচড়া করত না, তাদের অনেকে যুক্ত হয়ে গেল ওই নতুন উদ্যোগের সঙ্গে। বহু শিক্ষক যুক্ত হলেন স্বাস্থ্যমেলার সঙ্গে। গ্রামে, গ্রামে, শহরের বস্তিতে, শিল্পাঞ্চলে, দুর্গাপুর, আসানসোলর বহু জায়গায় আমাদের কলেজের বহু শিক্ষক গেলেন সেমিনার করতে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপারটা যে একমুখী নয়, শুধু রোগী হাসপাতালে যাবে তা নয়, ডাক্তারও যেতে পারে গ্রামে গঞ্জে, বস্তিতে, কোলিয়ারিতে, রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে, সেই ধারণা জন্ম নিল। স্বাস্থ্যমেলাকে কেন্দ্র করে সেইসব সেমিনারের খুঁটিনাটি, সবধরনের খবর রাখতেন নিরুপমদা। কোথায় কীভাবে সেমিনার হবে, যারা সেখানে যাবে তাদের সবধরনের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর রাখতেন উনি। ওনার পাশে এই জেলার বহু মানুষ, যাদের নামোল্লেখ করলাম না, তাঁরা স্বাস্থ্যমেলাকে কেন্দ্র করে এইসব সেমিনারের আয়োজনে অকাতরে খেটে গেছেন হাসিমুখে। ওনাদের চেষ্টায় ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যমেলা, সেমিনার, নানা আলোচনাচক্র দানা বেঁধে উঠল স্বাস্থ্য আন্দোলনে। এর পুরোভাগে ছিলেন নিরুপম সেন।

কেদার বদ্রীর পথে ট্রেকিং-এ নিরুপম

স্বাস্থ্যমেলা হতো একবছর অন্তর। এই মেলাকে কেন্দ্র করে যে স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বর্ধমান শহর আলোড়িত হতো এই মেলাকে কেন্দ্র করে। মূল মেলার পর বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট আকারে অনেক মেলা হতো। সেইসব মেলায় মূল স্বাস্থ্যমেলার টুকরো অংশ নিয়ে যাওয়া হতো। স্বাস্থ্য-পরিষেবা যে কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়, তা যে মানুষের মৌলিক অধিকার, এ বিষয়টা সাধারণ মানুষের নানা আলোচনায় বারে বারে উঠে আসত। স্বাস্থ্য-আন্দোলন এভাবে ধীরে ধীরে অন্য জেলাতেও ছাপ ফেলছিল।

'স্বাস্থ্য ও মানুষ' পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে নিরুপম সেনের ভূমিকা ছিল অভিভাবকের। বহু মানুষকে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন উনি। নিজে ছিলেন সুলেখক। পত্রিকায় স্বাস্থ্যের সামাজিক দিকটি বিভিন্ন সময়ে লেখার মাধ্যমে উনি তুলে ধরেছেন। ডাক্তারদের মধ্যে নতুন লেখকদের লেখায় উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ওনার ভূমিকা ছিল একজন সফল সংগঠকের। এই পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হচ্ছে শহিদ শিবশঙ্কর সেবাসমিতির পক্ষ থেকে। বর্ধমানের বহু গুণী মানুষ যাঁরা স্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত, লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করছেন এই পত্রিকাকে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক নিয়মিত লেখা দেন এই পত্রিকায়। নিরুপম সেন স্বাস্থ্য আন্দোলনে সর্বস্তরের, সব পেশার মানুষকে যুক্ত করার কথা বলতেন। পত্রিকার মাধ্যমে, ছোট আকারে হলেও সে কাজ হয়ে চলেছে।

স্বাস্থ্য-আন্দোলনের একজন সফল সংগঠক আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বড়ো পরিসরে নিরুপম সেন অনেক কাজ করে গেছেন, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাস্থ্য-আন্দোলনের মতো এক গণ-আন্দোলনে ওনার ভূমিকা বহুল আলোচিত নয়। এই আন্দোলনের নানা স্তরে যাঁরা কাজ করে চলেছেন, তাঁরা নিরুপম সেনের কর্মময় জীবনের এই দিকটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সময়ের প্রয়োজনে স্বাস্থ্য- আন্দোলনের কাজ এগিয়ে যাবে। গণ-আন্দোলনের নানা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-আন্দোলনের কথা উঠে আসবে। এই সামাজিক আন্দোলনের কথা উঠলে বর্ধমানে নিরুপম সেনের কথা মানুষের স্মৃতিকে নাড়া দেবে বারে বারে।

অব্যক্ত বেদনা

শিবানন্দ পাল

ফকিরচন্দ্র রায় লিখিত 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়' বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে হাতে এসেছিল। বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। তখন ফকিরবাবু বেঁচেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করার সুযোগ ঘটেনি। তিনি প্রয়াত হয়েছেন ১৯৯০ সালে। ফকির চন্দ্র রায় বর্ধমান জেলা তথা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

যখন পাণ্ডুলিপি হাতে আসে আমাদের ইচ্ছে হয় এটি প্রকাশ করার। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী খুব উৎসাহী ছিলেন। পরে যোগ দেন অধ্যাপক জহরলাল সাঁই। ফকিরবাবুর দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর উদ্ধারে আমাদের রীতিমতো গবেষণা করতে হয়। তারপর বইটি পরিমার্জন ও সংস্কার করা হয়। প্রকল্প রূপায়ণের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে যেহেতু ফকির চন্দ্র রায় স্মৃতি গ্রন্থাগার এবং শিবশংকর সেবা সমিতির অছি পরিষদের সভাপতি 'ফকিরবাবুর অত্যন্ত স্নেহভাজন' আমাদের প্রিয় নিরুপম সেন, তিনিই বইটির ভূমিকা লিখবেন।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত, নিরুপম সেন অসুস্থ। অসুস্থতা দিন দিন তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এজন্য তিনি পার্টি কর্মসুচিতেও নিজের অবস্থানকে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁকে দিয়ে ভূমিকা লেখালে বইটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা অর্থাৎ বিক্রি করা সম্ভব হবে কিনা এই নিয়েও আমাদের কেউ কেউ উপদেশ দিয়ে সংশয় তৈরি করেন। এতৎসত্ত্বেও আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিই, সমস্ত বিষয় শুনে তিনি সানন্দে রাজি হলেন। পাণ্ডুলিপির একটি কপি তাঁকে দেওয়া হয় পড়বার জন্য।

প্রকল্পটি এগোতে থাকে। নিরুপমদার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয় দ্রুত কাজটি যাতে সম্পন্ন হয়। যথাযথ ভাবেই তিনি কাজটি করে দেন। আমরাও বইটি ছাপাবার জন্য ছাপাখানার এবং সহৃদয় কোনো প্রকাশকের সন্ধান চালাতে থাকি। কলকাতার একজন প্রকাশক মিলেও যায়। তা সত্ত্বেও আমরা নিজেরাই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিই। সমবায় ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে নিজেরাই ছাপা খরচ বহন করবো স্থির করে কলকাতার একটি উৎকৃষ্ট ছাপাখানার সঙ্গে কথা বলা হয়।

বই ছাপা হয়ে যায় দিন পনেরোর মধ্যে। ভূমিকা লেখার সময় বইটি উদ্বোধন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা জানতে পারি। কলকাতা বইমেলা আসন্ন, তাই আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নিরুপমদা তখন সুস্থ, কলকাতা বইমেলায় যদি উদ্বোধন হয় বাড়তি প্রচারের কাজ সহজ হবে। সেইমতো তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন শান্তিময়বাবু। উদ্বোধনের বিষয়ে জেলা সিপিআই(এম) নেতৃত্বের সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে উপদেশ দেন নিরুপমদা। আমরা সেই নির্দেশ মতো জেলা সিপিআই(এম) নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করি।

কিন্তু কলকাতা বইমেলা পার হয়ে যায়। পার হয়ে যায় বর্ধমান বইমেলা। আরো কয়েক মাস কেটে যায়। আমাদের লাগাতার সক্রিয়তার কারণ নিরুপমদার স্বাস্থ্য। উদ্বেগের কারণ নবতিপর বর্ষীয়ান দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী আর ক'দিন! কাজটি সম্পন্ন, শুধু মাত্র উদ্বোধনের অপেক্ষায়। টানাপোড়নে কেটে যায় দীর্ঘ কয়েক মাস।

অবশেষে সুস্থ হয়ে একদিন নিরুপমদা আমাদের উদ্যোগ গ্রহনের সম্মতি দিলেন। তিনি বর্ধমানে আসবেন,

—এরপর চারের পাতায়

অনুদান এলেও ঋণ পেল না যুবরা, অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ৩০ জানুয়ারি : সরকারি স্বনির্ভর প্রকল্পে ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনের পর অনুদান এসে গেলেও দীর্ঘদিন থেকে ঋণই পাচ্ছে না বেকার যুবকরা। কালনা পৌরসভা এলাকার সাত জন বেকার যুবক এদিন কালনা মহকুমা-শাসককে লিখিত অভিযোগ করেছে। এই অভিযোগের কপি মুখ্যমন্ত্রী, স্থানীয় বিধায়ক, কালনা পৌরসভার পৌরপতির কাছে পাঠানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে কালনা মহকুমা শাসক নীতেশ ঢালি বলেন, যুবকদের অভিযোগ নিশ্চয় খতিয়ে দেখা হবে। কালনা পৌরসভার পৌরপতি দেবপ্রসাদ বাগ বলেন, আমি এখনো তাদের অভিযোগপত্রের কপি পাইনি, পেলে নিশ্চয় বিষয়টি দেখবো।

লিখিত অভিযোগে জানিয়েছে—২০১৭ সালে তারা সরকারি আত্মসম্মান স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণের জন্য আবেদন করে। তাদের প্রকল্পগুলো অনুমোদন করে গত ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কালনা শাখা তাদের চিঠি দেয়। সেই অনুমোদনের ভিত্তিতে তাদের প্রকল্পগুলোর সরকারি অনুদানও ব্যাংকে চলে আসে। কিন্তু আজও পর্যন্ত তারা ঋণ পায়নি বলে অভিযোগ। বরং ঋণের জন্য ব্যাংকে খোঁজ নিতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মচারী তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের কর্মীদের হেনস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি মাটি ও বালিবোঝাই গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হন ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা। এব্যাপারে আজ দপ্তরের পক্ষ থেকে থানায় এফআইআর করা হলে তদন্তে নামে পুলিশ। রাজ্য সরকার থেকে বালি পাচারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার নির্দেশ আসার পরেই তৎপর হয় জেলা প্রশাসন। পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) শশীকুমার চৌধুরী জেলার মহকুমা এবং ব্লকের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নিয়মিত বেআইনি মাটি ও বালিবোঝাই গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযানে নামার নির্দেশ দেন। তারই ভিত্তিতে এদিন সকাল ৮টা নাগাদ ব্লক ভূমি ও ভূমি-সংস্কার বিভাগের নেতৃত্বে একটি দল কালনা ফেরিঘাট সংলগ্ন রোডে অভিযান চালায়। বেশ কয়েকটি ওভারলোডেড বালিভর্তি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁরা কাগজপত্র দেখতে চান। কিন্তু বৈধ কাগজপত্র না পেয়ে সেগুলিকে সিজ করে কালনা কিষাণ মান্ডিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ভূমি-সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু কিছু লোক এসে সরকারি এই কাজে বাধা দেয়। এমনকি তাদের হাত থেকে কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকারি কর্মীরা সেখান থেকে নাকি পালিয়ে বাঁচেন।

বিকল্পের দাবি তুলে ধরতে হবে

—প্রথম পাতার পর

কাছে বক্তব্য পেশ করতেন।

প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেনের স্মরণসভা টাউন হল প্রাঙ্গণে এদিন বহু মানুষের ভিড়ে জনসভার চেহারা নেয়। বহু সাধারণ মানুষ এসেছিলেন প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। স্মরণসভায় সিপিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ, অঞ্জু কর, আভাস রায়চৌধুরী, অমল হালদার এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ, অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ, নিরুপম সেনের স্ত্রী চন্দ্রাবলী সেন, ভাই মনোরম সেন, পুত্র অত্রী সেন, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিরুপম সেনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শোকপ্রস্তাব পাঠ এবং সভা পরিচালনা করেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দীমজুমদার।

এদিন 'কাটোয়ার কলম' পত্রিকা থেকে নিরুপম সেন স্মরণে 'তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব' বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রকাশ কারাত ও সূর্যকান্ত মিশ্র। সংখ্যাটর দাম ১০ টাকা। 'নতুন চিঠি'র একটি বিশেষ সংখ্যা 'নিরুপম সেন স্মরণে' মাঠে ব্যাপক বিক্রি হয়।

সিপিআই(এম) নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ৩১ জানুয়ারি : ৩০ জানুয়ারি সকালে কিডনিজনিত সমস্যায় গুসকরার প্রাক্তন সিপিআই(এম) নেতা শিবদাস মণ্ডল (৭৪)-এর জীবনাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্র সিপিআই(এম) নেতা আলমগীর মণ্ডল, নারায়ণ ঘোষ, দোলদাস কর্মকার সহ গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির অন্যান্য সদস্য ও এলাকার বহু কর্মী-সমর্থক-দরদি তার কেলেটি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা ও পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানান।

শিবদাস মণ্ডল সত্তর দশকে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সিপিআই(এম)-এ আসেন। তিনি দীর্ঘদিন গুসকরা শহর লোকাল কমিটির সদস্য এবং টানা ১৫ বছর গুসকরা পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। পেশায় ছিলেন শিক্ষক।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র ও ২ কন্যাকে।

অব্যক্ত বেদনা

—তিনের পাতার পর

বইটি উদ্বোধন করবেন।

হৈ হৈ করে আমরা আবার কাজে নেমে পড়লাম। স্থির হলো বর্ধমান শহরের একেবারে হৃদ্‌পিণ্ডে অবস্থিত উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের যে হল রয়েছে সেখানেই উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে। নিরুপমদার পক্ষ থেকে যে নির্দিষ্ট দিনের কথা বলা হয়েছিল সেইমতো কার্ড ছাপা হল। সেইমতো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো।

নিরুপমদা প্রায় আধ ঘন্টা বক্তব্য রেখেছিলেন। সুললিত তাঁর সেই বক্তব্য নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু মানুষ শুনতে এসেছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠান শেষে বহু মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। আমরা আপ্লুত ছিলাম, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল আমাদের হৃদয়। তাঁর অদম্য জেদের জন্য বইটি উদ্বোধন সম্ভব হয়েছিল ছাপা হয়ে যাবার প্রায় সাত মাস পরে। সম্ভবত সেই অনুষ্ঠান বর্ধমান শহরে তাঁর শেষ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান। যদি তাই হয় তাহলে নিরুপমদার আবাল্য ভালোবাসার শহর বর্ধমানে আমাদের উদ্যোগে ফকিরবাবুর বইটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান নিরুপমদার সাথে ইতিহাস হয়ে রইলো। অনুষ্ঠান শেষে গাড়িতে উঠে জানলায় মুখ বাড়িয়ে সকলকে বিদায় জানান নিরুপমদা। দাঁড়িয়ে ছিলাম সামনে। জানালার কাঁচ তোলার আগে আমায় একটা কথা বলেছিলেন নিরুপমদা। সে কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অব্যক্ত বেদনা হয়ে রয়ে গেলো আজও মনের গভীরে।

সম্প্রীতি দিবস

নিজস্ব সংবাদতদাতা, ৩০ জানুয়ারি : মহাত্মা গান্ধীর শহিদ দিবসে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষার শপথ নিল 'আওয়াজ'। আজ বিকাল ৪টায় বর্ধমানের কার্জনগেটে আওয়াজ-এর উদ্যোগে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন ড. আবুল হাসান। বক্তব্য রাখেন আওয়াজের রাজ্য সম্পাদক সেখ সাইদুল হক। কবি ও শিল্পীর সম্প্রীতির পক্ষে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

স্কুলশিক্ষা

—দুয়ের পাতার পর

হয়েছে। তাতে সমগ্র রাজ্যে সাধারণ, তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) স্কুল-পড়ুয়াদের জেলাভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক দুরবস্থার চিত্রটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তথ্যসারণীতে দেখা যাচ্ছে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে তফসিলি জাতির ১৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৯৮ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে তা কমে হয়েছে ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৩৩ জন। ২০১৫-১৬ সালে আদিবাসী ঘরের ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৩০২ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়। ২০১৬-১৭ সালে হয়েছে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯১৪ জন। ২০১৫-১৬ সালে অনগ্রসর শ্রেণির ১০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৯৭ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়। ২০১৬-১৭ সালে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৯৬ হাজার ৬৪ জন। ২০১৫-১৬ সালে সংখ্যালঘু পরিবারের ২০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭২৭ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়। সে তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে ভর্তির সংখ্যা ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৬০৩ জন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তৃণমূল সরকার দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় আসীন হবার পর রাজ্যে আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও অনুন্নত শ্রেণির মানুষের উন্নয়ন হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, 'কন্যাশ্রী'র কল্যাণে এই সমস্ত পশ্চাৎপদ ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুলমুখী হচ্ছে বলে যে প্রচার চলছে তা সর্বৈব মিথ্যা।

তৃণমূল শাসনেই তৈরি রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত দাবিকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে প্রাক্ প্রাথমিক এবং প্রাথমিকে সংখ্যালঘু ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়ার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কমেছে অসংরক্ষিত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও। উপরের সারণী অনুযায়ী মাত্র ১ বছরে তফসিলি, আদিবাসী, অনগ্রসর এবং সংখ্যালঘু শ্রেণির পড়ুয়া সংখ্যা কমেছে যথাক্রমে ২০ লক্ষ ৯ হাজার ৯৬৫ জন, ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৮ জন, ৯৬ লক্ষ ১ হাজার ৭৩৩ জন এবং ২২ লক্ষ ৯ হাজার ১২৪ জন। অর্থাৎ পড়ুয়া হ্রাসের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ২১০ জন।

সম্প্রতি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে রিভিউ মিটিং করেছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাতে জানা গেল জেলায় জেলায় শিক্ষকদের পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি না পাওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত শয়ে শয়ে মামলা ঝুলে রয়েছে। সব চেয়ে বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে মালদহে, সংখ্যা প্রায় এক হাজার। পশ্চিম মেদিনীপুরে ৮৩৭, পূর্ব মেদিনীপুরে ৭০০, মুর্শিদাবাদে ৬৬০, পুরুলিয়ায় ৫৫১, জলপাইগুড়িতে ৩৪৪, উত্তর দিনাজপুরে ৩১৫। পুরুলিয়া জেলার খবর—সেখানে ৪৭ শতাংশ প্রাথমিক এবং ৫৬ শতাংশ উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলে পরিদর্শনই হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুরেও হয়নি প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি স্কুলে। ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষ শেষ হওয়ার মুখে। অথচ পুরুলিয়ায় রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (আরএমএসএ) প্রকল্পে ৯৪ শতাংশ অর্থ খরচ করাই হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুরেও ৯৭ শতাংশ অর্থ পড়ে আছে। মালদহে সর্বশিক্ষা খাতে খরচ করা হয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশ অর্থ।

বাম আমলে শিক্ষকদের ভদ্রস্থ বেতনের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সময়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পরাণ মণ্ডল এবং রহিমচাচাদের ছেলেমেয়েরা প্রথম মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষায় পাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। এগুলি ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার গুণ, সেই স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার আজ এই হাল! সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি রাজ্যবাসীর এই তীব্র নেতিবাচক মনোভাব আগামী দিনে কোন ভবিষ্যত গড়ে তুলবে?

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) ১৯৪৬ সালের ৮ অক্টোবর বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮। পিতা শিক্ষক ভুজঙ্গভূষণ সেন, মাতা শৈবালিনী সেন। ২) ১৯৬১ সালে। বর্ধমান কলেজে। ১৯৬৬ সালে। ৩) ১৯৬৪ সালে, প্রস্তাবক মদন ঘোষ এবং সমর্থক সুভাষ ঘোষ। ৪) বর্ধমান সি এম এস উচ্চ বিদ্যালয় এবং বর্ধমানের টিকরহাট হাই মাদ্রাসায়। ৫) ১৯৬৪ সালে। সুবোধ চৌধুরী। ৬) ১৯৬৮ সালে, নাদনঘাটে, ১০ম সম্মেলন। ৭) ১৯৭৮ সালে। ৮) ১৯৮৯ সালে। আগে সম্পাদক ছিলেন রবীন সেন। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। ৯) ১৯৮৭ সালে, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। ১০) সম্পাদকমণ্ডলী ১৯৯৫ সালে, কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৯৮ সালে, পলিটব্যুরো ২০০৮ সালে। ১১) ২০০৬ সাল, ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। ১২) ২০১৩ সালে, তাঁর লেখা গ্রন্থ— শ্বেতপারাবতের সন্ধানে, রাজনৈতিক অর্থনীতি, বিকল্পের সন্ধানে, বর্তমান সময় ও আমাদের পার্টি, অর্থ চিন্তা, ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও ভারতের সার্বভৌমত্ব, চীনের ডায়েরি, সময়ের দর্পণে কমিউনিস্ট ইস্তেহার, সাম্প্রদায়িকতা মোকাবিলায়, প্রসঙ্গ মতাদর্শ, কেন এই বিতর্ক, অশান্ত কাশ্মীর। এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

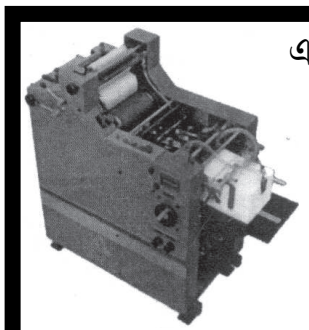

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

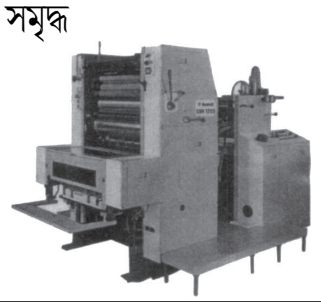

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা